ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : গ্রন্থ পরিচিতি

1- الذكر بالتفصيل موضوع كتاب الهداية والغرض من تأليفه.

[আল-হিদায়া' কিতাবের বিষয়বস্তু ও এটা লেখার উদ্দেশ্য বিস্তারিত বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন-১: 'আল-হিদায়া' কিতাবের বিষয়বস্তু ও এটা লেখার উদ্দেশ্য বিস্তারিত বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

ইসলামী শরিয়তের বিশাল ভাণ্ডারে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। আর ফিকহে হানাফির ইতিহাসে আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) রচিত 'আল-হিদায়া' (الهداية) গ্রন্থটি এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। এটি কেবল একটি ফিকহের কিতাব নয়, বরং এটি ফিকহ, হাদিস ও যুক্তির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এই কিতাবটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পঠিত হয়ে আসছে। নিম্নে এই মহান গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও রচনার উদ্দেশ্য বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

'আল-হিদায়া' কিতাবের বিষয়বস্তু (موضوع الكتاب):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় বা 'মওজু' হলো **'ইলমে ফিকহ'** বা ইসলামী আইনশাস্ত্র। তবে এর বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও বিন্যাস পদ্ধতি একে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এর বিষয়বস্তুকে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

১. ইবাদত ও মুআমালাতের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা:

কিতাবটিতে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ থেকে শুরু করে মানবজীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে প্রধানত চারটি বড় ভাগ রয়েছে:

- **ইবাদাত (عبادات):** পবিত্রতা, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ।
- **মুআমালাত (معاملات):** ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেন।
- **মুনা কাহাত (مناكحات):** বিবাহ, তালাক ও পারিবারিক আইন।
- **উকুবাত ও জিনায়াত (عقوبات وجنايات):** দণ্ডবিধি, বিচার ব্যবস্থা ও অপরাধ আইন।

২. তুলনামূলক ফিকহ চর্চা (الفقه المقارن):

আল-হিদায়ার বিষয়বস্তু কেবল হানাফি মাযহাবের মাসআলা বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এতে ইমাম শাফিয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) প্রতিটি মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন মত উল্লেখ করে শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে হানাফি মাযহাবের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. দলিল ও যুক্তির উপস্থাপন (الاستدلال والتعليل):

এই কিতাবের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হলো 'দিরায়াত' বা যুক্তি এবং 'রিওয়ায়াত' বা হাদিসের দলিল। মুসান্নিফ (র.) প্রতিটি মাসআলার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করেছেন এবং 'আকলি' বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন।

'আল-হিদায়া' রচনার উদ্দেশ্য (الغرض من تأليفه):

আল্লামা মারগিনানী (র.) কেন এই কালজয়ী গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, তার পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। যা তিনি নিজেই কিতাবের ভূমিকায় ইঙ্গিত করেছেন। প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. 'কিফায়াতুল মুনতাহী' গ্রন্থের সারসংক্ষেপণ:

আল্লামা মারগিনানী (র.) প্রথমে 'বিদায়াতুল মুবতাদী' নামক একটি মূল পাঠ্যবই রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই এর ওপর 'কিফায়াতুল মুনতাহী' নামে ৮০ খণ্ডের এক বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এই বিশাল গ্রন্থটি পাঠ করা এবং আয়ত্তে রাখা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাই তিনি সেই বিশাল গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে সারনির্যাস হিসেবে 'আল-হিদায়া' রচনা করেন।

আরবিতে বলা হয়:

لما رأى همم الناس قاصرة عن مطالعة الكتاب الكبير، اختصره في (الهداية).

২. বিদায়াতুল মুবতাদীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

'বিদায়াতুল মুবতাদী' কিতাবটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এর মাসআলাগুলো বোঝার জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি 'আল-হিদায়া' রচনা

করেন যাতে মূল কিতাবের অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় এবং জটিল মাসআলাগুলো সহজবোধ্য হয়।

৩. হানাফি মাযহাবের দলিল ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা:

তৎকালীন সময়ে হানাফি মাযহাবের বিরোধীরা অভিযোগ করত যে, হানাফি ফিকহ কেবল যুক্তি বা 'কিয়াস'-এর ওপর নির্ভরশীল এবং এতে হাদিসের ব্যবহার কম। আল্লামা মারগিনানী (র.) এই অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য 'আল-হিদায়া' রচনা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, হানাফি মাযহাবের প্রতিটি মাসআলা কুরআন ও সহীহ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

৪. শিক্ষার্থীদের ফকিহ হিসেবে গড়ে তোলা:

কিতাবটির নাম 'আল-হিদায়া' (পথ নির্দেশিকা) রাখার মধ্যেই এর উদ্দেশ্য নিহিত। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সঠিক পথের দিশা দেওয়া। তিনি চেয়েছিলেন ছাত্ররা যেন কেবল মাসআলা মুখস্থ না করে, বরং মাসআলার উৎস, দলিল এবং ইজতিহাদের পদ্ধতি শিখতে পারে। যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেরাই মুফতি বা ফকিহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

৫. তারজিহ বা প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি:

ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং তাঁর শিষ্যদের (সাহিবাইন) মধ্যে অনেক মাসআলায় মতপার্থক্য রয়েছে। কোন মতটি ফতোয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি দুর্বল, তা জানিয়ে দেওয়া ছিল এই কিতাব রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর 'আল-হিদায়া' রচনার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম উম্মাহর হাতে এমন একটি গ্রন্থ তুলে দেওয়া, যা একাধারে ফিকহ, হাদিস ও যুক্তির চাহিদা পূরণ করবে। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে শতভাগ সফল হয়েছেন। তাই আজ প্রায় আটশ বছর পরেও ফিকহ শিক্ষার্থীদের কাছে 'আল-হিদায়া'র গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি। আল্লাহ তাআলা এই মহান খেদমতকে কবুল করুন।

2- اشرح منهج المؤلف في كتاب الهداية" من حيث ترتيب الأبواب والمسائل

[আল-হিদায়া' কিতাবে লেখকের বিভিন্ন অধ্যায় ও বিষয়বস্তু সাজানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।]

প্রশ্ন-২: 'আল-হিদায়া' কিতাবে লেখকের বিভিন্ন অধ্যায় ও বিষয়বস্তু সাজানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা:

ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে 'আল-হিদায়া' গ্রন্থটি তার অনন্য রচনাশৈলী এবং বিন্যাস পদ্ধতির জন্য এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। লেখক বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) এই কিতাবে এমন এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বা 'মানহাজ' অবলম্বন করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তিনি কিতাবের অধ্যায় এবং মাসআলাগুলোকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও যৌক্তিকভাবে সাজিয়েছেন। তাঁর এই বিন্যাস পদ্ধতিকে 'তরতিবুল আবওয়াব ওয়াল মাসাইল' বলা হয়। নিচে তাঁর এই পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলো।

১. অধ্যায় বিন্যাসের পদ্ধতি (ترتيب الأبواب):

আল্লামা মারগিনানী (র.) 'আল-হিদায়া' কিতাবের অধ্যায়গুলোকে ফিকহ শাস্ত্রের চিরাচরিত ও স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সাজিয়েছেন। তাঁর এই বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত যৌক্তিক। তিনি বিষয়বস্তুকে প্রধানত চারটি বড় ভাগে ভাগ করেছেন:

- **ইবাদাত (عبادات):** কিতাবটি শুরু হয়েছে 'কিতাবুত তাহারাত' বা পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে। কারণ, ইসলামের প্রধান স্তম্ভ 'সালাত'-এর চাবিকাঠি হলো পবিত্রতা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (**مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ**) - "নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা।" এরপর ধারাবাহিকভাবে সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জের আলোচনা এনেছেন।

- **মুআমালাত (معاملات):** ইবাদতের পরেই মানুষের জাগতিক প্রয়োজনাদি পূরণ হয়, তাই তিনি এরপর 'কিতাবুন নিকাহ' (বিবাহ)

এবং তারপর 'কিতাবুল বুইউ' (ক্রয়-বিক্রয়) বা ব্যবসা-বাণিজ্যের আলোচনা এনেছেন।

- **উকুবাত ও জিনায়াত (عقوبات وجنايات):** মানুষের সমাজ জীবন সুন্দর রাখতে অপরাধ দমনের প্রয়োজন। তাই শেষের দিকে তিনি হুদুদ, কিসাস ও দিয়াত বা দণ্ডবিধির আলোচনা স্থান দিয়েছেন।

২. মাসআলা উপস্থাপনের পদ্ধতি (طريقة عرض المسائل):

মাসআলা বা বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি এক অপূর্ব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতিটি হলো:

- **মতন বা মূল বক্তব্য পেশ:** প্রতিটি মাসআলার শুরুতে তিনি ইমাম কুদূরী (র.)-এর 'মুখতাসার' অথবা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর 'আল-জামিউস সগীর'-এর মূল পাঠ বা মতন উল্লেখ করেন।
- **দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন:** মতনের পরেই তিনি সেই মাসআলার স্বপক্ষে কুরআন, হাদিস বা কিয়াসের দলিল পেশ করেন। তিনি প্রথমে **'আকলি'** (যৌক্তিক) এবং পরে **'নকলি'** (কুরআন-হাদিস) দলিল উল্লেখ করতে পছন্দ করেন।

৩. মতবিরোধ বা ইখতিলাফ উল্লেখ করার পদ্ধতি (ذكر الاختلاف):

'আল-হিদায়া' কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তুলনামূলক ফিকহ বা 'ফিকহুল মুকারিন'। মাসআলা সাজানোর ক্ষেত্রে তিনি বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে যেভাবে এনেছেন:

- **অন্যান্য মাযহাবের মত উল্লেখ:** হানাফি মাযহাবের মতের সাথে যদি ইমাম শাফিয়ী (র.) বা ইমাম মালিক (র.)-এর মতের অমিল থাকে, তবে তিনি তা উল্লেখ করেন। সাধারণত তিনি **(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ)** বলে ইমাম শাফিয়ীর মত এবং তাঁর দলিল পেশ করেন।
- **বিরোধী মতের খণ্ডন:** তিনি প্রতিপক্ষের দলিল উল্লেখ করার পর অত্যন্ত ভদ্র ও ইলমি ভাষায় তার জবাব বা **(الجواب)** প্রদান করেন।

- **নিজ মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ:** সবশেষে তিনি **(وَلَنَا)** (আর আমাদের দলিল হলো...) বলে হানাফি মাযহাবের দলিল এত শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করেন যে, পাঠক হানাফি মতটিকেই সঠিক বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

৪. হানাফি মাযহাবের অভ্যন্তরীণ মতভেদ বিন্যাস:

ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যে অনেক মাসআলায় মতপার্থক্য রয়েছে। লেখক এগুলো সাজানোর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন:

- প্রথমে তিনি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মত উল্লেখ করেন।
- এরপর **(وَعِنْدَهُمَا)** বা **(وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ)** বলে সাহিবাইন বা শিষ্যদের মত উল্লেখ করেন।
- সবশেষে তিনি **(وَجْهُ قَوْلِهِمَا)** বলে শিষ্যদের যুক্তি এবং **(وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ)** বলে ইমামের যুক্তি তুলে ধরেন এবং ইমামের মতটিকেই প্রাধান্য দেন।

৫. কিয়াস ও ইস্তিহসানের ব্যবহার:

মাসআলা সাজানোর ক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই **'কিয়াস'** (Analogy) এবং **'ইস্তিহসান'** (Juristic Preference)-এর মধ্যে তুলনা করেন। তিনি প্রায়শই বলেন, **(وَالْقِيَاسُ كَذَا... وَلَكِنَّنَا نَأْخُذُ بِالْاِسْتِحْسَانِ)** - "কিয়াসের দাবি এমন... কিন্তু আমরা ইস্তিহসানের ওপর আমল করি।" এর মাধ্যমে তিনি জটিল মাসআলাগুলোকে সহজ করে সাজিয়েছেন।

৬. ইজাজ বা সংক্ষিপ্ততা (الإيجاز):

তাঁর রচনার আরেকটি পদ্ধতি হলো, তিনি অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ আলোচনা পরিহার করেছেন। তিনি খুব অল্প শব্দে বিশাল অর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করেছেন। আরবির অলংকার শাস্ত্রের ভাষায় একে বলা হয় **(الاختصار مع الإيجاز)**। তিনি পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে প্রতিটি অধ্যায়কে নতুন তথ্যে সাজিয়েছেন।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, 'আল-হিদায়া' কিতাবে আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর অধ্যায় ও মাসআলা সাজানোর পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং শিক্ষার্থীবান্ধব। তিনি কেবল মাসআলা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং কেন এই মাসআলাটি সঠিক এবং অন্যটি নয়—তা দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তাঁর এই **'বাহাস'** বা বিতর্কমূলক বিন্যাস পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধা শানিত করে এবং তাদেরকে মুজতাহিদ হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে।

3- بين مكانة كتاب الهداية في المذهب الحنفي ودوره في نشره.

[হানাফী মাযহাবে "আল-হিদায়া" কিতাবের মর্যাদা ও এ মাযহাব প্রচারে এর ভূমিকা বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন-৩: হানাফী মাযহাবে "আল-হিদায়া" কিতাবের মর্যাদা ও এ মাযহাব প্রচারে এর ভূমিকা বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের বিশাল বাগানে 'আল-হিদায়া' হলো একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ, যার সুবাস সমগ্র বিশ্বকে আমোদিত করেছে। শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) রচিত এই গ্রন্থটি হানাফী ফিকহের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক। এটি কেবল একটি কিতাব নয়, বরং ফিকহ ও হাদিসের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠা, বিকাশ এবং বিশ্বব্যাপী এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে এই কিতাবের মর্যাদা ও অবদান অপরিসীম।

হানাফী মাযহাবে 'আল-হিদায়া' কিতাবের মর্যাদা (مكانة كتاب الهداية):

হানাফী মাযহাবে এই কিতাবটি যে কি পরিমাণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তা নিম্নের পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়:

১. ফিকহ শাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত:

হানাফী মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে 'আল-হিদায়া'কে চূড়ান্ত দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তী যুগের ফকিহগণ একে 'উমদাতুল ফিকহ' বা ফিকহের স্তম্ভ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। যদি কোনো মাসআলায় অন্যান্য কিতাবের সাথে হিদায়ার মতপার্থক্য দেখা দেয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিদায়ার মতকেই প্রাধান্য বা 'তারজিহ' দেওয়া হয়।

২. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের রহিতকারী:

এই কিতাবের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন কবিগণ একে কুরআনের সাথে তুলনা করেছেন (মর্যাদার দিক থেকে নয়, বরং প্রভাবের দিক থেকে)। বলা হয়েছে:

(إِنَّ الْهِدَايَةَ كَالْقُرْآنِ قَدْ نَسَخَتْ ۞ مَا صَنَّفُوا قَبْلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبِ)

অর্থ: "নিশ্চয়ই হিদায়া কিতাবটি কুরআনের মতো, যা শরীয়তের পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে মানসুখ বা অকার্যকর করে দিয়েছে।" অর্থাৎ এর উপস্থিতিতে আগের কিতাবগুলোর প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে।

৩. ফকিহ হওয়ার মাপকাঠি:

হানাফী আলেমদের মতে, কোনো শিক্ষার্থী ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ফকিহ হতে পারে না, যতক্ষণ না সে হিদায়া অধ্যয়ন করে। এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে:

(مَنْ حَفِظَ الْهِدَايَةَ فَهُوَ الْفَقِيهُ حَقًّا)

অর্থ: "যে ব্যক্তি হিদায়া মুখস্থ করল বা আয়ত্ত করল, সেই প্রকৃত ফকিহ।"

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক ও নকলি দলিলের সমন্বয়:

অন্যান্য অনেক কিতাবে কেবল মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু হিদায়াতে প্রতিটি মাসআলার স্বপক্ষে 'আকলি' (যৌক্তিক) এবং 'নকলি' (কুরআন-হাদিস) দলিল পেশ করা হয়েছে। এটি হানাফী মাযহাবের যৌক্তিক ভিত্তি বা 'উসুল'কে অত্যন্ত মজবুত করেছে।

মাযহাব প্রচারে 'আল-হিদায়া'র ভূমিকা (دوره في نشر المذهب):

হানাফী মাযহাব আজ বিশ্বের বৃহত্তম ফিকহী মাযহাব। এই মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে 'আল-হিদায়া'র ভূমিকা ছিল ইঞ্জিনের মতো। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা:

রচনার পর থেকেই এই কিতাবটি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সকল মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে উসমানীয় সাম্রাজ্য, মোগল সাম্রাজ্য এবং মধ্য এশিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এটি সর্বোচ্চ শ্রেণির পাঠ্যবই

হিসেবে নির্ধারিত ছিল। এর ফলে হাজার হাজার ছাত্র হানাফী ফিকহ চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং দেশে দেশে এই মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে।

২. মাযহাব বিরোধীদের সমালোচনার জবাব:

এক সময় হানাফী মাযহাবের বিরোধীরা প্রচার করত যে, হানাফী ফিকহ কেবল যুক্তি বা 'রায়'-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং এতে হাদিসের ব্যবহার নগণ্য। আল্লামা মারগিনানী (র.) 'আল-হিদায়া' কিতাবে প্রতিটি মাসআলায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস ও সাহাবীদের আসার (বাণী) উল্লেখ করে প্রমাণ করে দেন যে, হানাফী মাযহাব সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কিতাবটি মাযহাবের বিশুদ্ধতা প্রমাণে ঢাল হিসেবে কাজ করেছে।

৩. ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা শরাহ রচনার জোয়ার:

'আল-হিদায়া' কিতাবটি এতটাই জনপ্রিয়তা পায় যে, এর ওপর অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা শরাহ রচিত হয়েছে। যেমন— 'ফাতহুল কাদির', 'ইনায়া', 'কিফায়া', 'নিহায়া' ইত্যাদি। দেশ-বিদেশের বড় বড় আলেমরা যখন এর শরাহ লিখতে শুরু করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই হানাফী মাযহাবের চর্চা ও প্রসার বৃদ্ধি পায়। বলা হয়, হিদায়ার যত শরাহ লেখা হয়েছে, ফিকহ শাস্ত্রে অন্য কোনো কিতাবের এত শরাহ লেখা হয়নি।

৪. বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি:

দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলিম বিশ্বে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য 'আল-হিদায়া' ছিল মূল সংবিধান বা আইনগ্রন্থ। কাজীরা (বিচারক) বিচার করার সময় হিদায়ার ইবারত বা উদ্ধৃতি ব্যবহার করতেন। রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যেও হানাফী মাযহাবের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

৫. অনারবদের জন্য ফিকহ সহজ করা:

মূলত এই কিতাবটি অনারব (আজম) শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে রচিত হয়েছিল। এর ভাষা ও বিন্যাস পদ্ধতি ছিল অনারবদের জন্য বোধগম্য। ফলে ভারত উপমহাদেশ, তুরস্ক, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় হানাফী মাযহাবের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে এই কিতাব মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আল-হিদায়া' কেবল একটি বই নয়, এটি হানাফী মাযহাবের প্রাণশক্তি। আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর এই অমর কীর্তি হানাফী মাযহাবকে একটি সুসংগঠিত ও দলিলভিত্তিক মাযহাব হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যতদিন পৃথিবীতে ইলমে ফিকহের চর্চা থাকবে, ততদিন হানাফী মাযহাবের প্রচারক ও ধারক হিসেবে 'আল-হিদায়া'র নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

4- اذكر أهم الخصال التي تميز بها كتاب الهداية عن غيره من كتب الفقه الحنفي.

[অন্যান্য হানাফী ফিকহের কিতাবের তুলনায় 'আল-হিদায়া" কিতাবের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।]

প্রশ্ন-৪: অন্যান্য হানাফী ফিকহের কিতাবের তুলনায় 'আল-হিদায়া" কিতাবের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

ভূমিকা:

ফিকহ শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারে অসংখ্য কিতাব রচিত হয়েছে। কিন্তু শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) রচিত 'আল-হিদায়া' গ্রন্থটি এমন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা একে অন্য সব কিতাব থেকে আলাদা করেছে। এটি হানাফী মাযহাবের এমন এক স্তম্ভ, যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী যুগের ফিকহ চর্চা এগিয়েছে। অন্যান্য ফিকহের কিতাব যেখানে কেবল মাসআলা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ, সেখানে 'আল-হিদায়া' হলো মাসআলা, দলিল, যুক্তি এবং সাহিত্যরসের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। নিচে অন্যান্য কিতাবের তুলনায় এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো।

'আল-হিদায়া' কিতাবের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ (الخصائص المميزة للهداية):

১. রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের অপূর্ব সমন্বয়:

অধিকাংশ ফিকহের কিতাবে হয় কেবল হাদিসের বর্ণনা (রিওয়ায়াত) থাকে, অথবা কেবল যুক্তি (দিরায়াত) থাকে। কিন্তু 'আল-হিদায়া' কিতাবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এতে রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের এক জাদুকরী সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। লেখক প্রতিটি মাসআলায় প্রথমে হাদিস বা আসার উল্লেখ করেছেন এবং পরে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আরবিতে বলা হয়:

(قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ)

অর্থাৎ, "তিনি এতে বর্ণনা এবং প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটিয়েছেন।" যা অন্য কিতাবে সচরাচর দেখা যায় না।

২. ইজাজ বা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দচয়ন:

অন্যান্য অনেক ফিকহের কিতাবের ভাষা হয় খুব দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর, অথবা এত সংক্ষিপ্ত যে তা দুর্বোধ্য। কিন্তু 'আল-হিদায়া'র ভাষা হলো 'সাহলে মুমতানা' (সহজ অথচ গভীর)। লেখক খুব অল্প শব্দে বিশাল ভাব প্রকাশ করেছেন। একে বলা হয় 'ইজাজ'। তিনি একটি বাক্যে এমন সব নীতি বা উসুল ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যা ব্যাখ্যা করতে পরবর্তীতে বিশাল বিশাল শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখতে হয়েছে।

৩. তুলনামূলক ফিকহ বা ফিকহুল মুকারিন-এর আলোচনা:

সাধারণত হানাফী ফিকহের প্রাথমিক কিতাবগুলোতে (যেমন- কুদূরী, কানযুদ দাকায়িক) কেবল হানাফী মাযহাবের মত উল্লেখ করা হয়। কিন্তু 'আল-হিদায়া' কিতাবে লেখক হানাফী মাযহাবের পাশাপাশি ইমাম শাফিয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) প্রমুখের মতামতের উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁদের দলিল উল্লেখ করে অত্যন্ত ভদ্র ও ইলমি ভাষায় সেগুলোর জবাব দিয়েছেন এবং হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

যেমন তিনি প্রায়ই বলেন:

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ... وَلَنَا... عَلَيْهِ السَّلَامُ)

অর্থাৎ, "ইমাম শাফিয়ী বলেন... আর আমাদের দলিল হলো রাসুল (সা.)-এর হাদিস..."। এই পদ্ধতি অন্য কিতাব থেকে একে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

৪. তারজিহ বা প্রাধান্য দেওয়ার পদ্ধতি:

হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যে অনেক মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। সাধারণ কিতাবে এই মতভেদগুলো শুধু উল্লেখ করা হয়। কিন্তু 'আল-হিদায়া' কিতাবে লেখক দলিলের ভিত্তিতে কোন মতটি সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ফতোয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন:

(...وَجْهُ قَوْلِهِمَا... وَلِأَبِي حَنِيفَةَ)

উভয় পক্ষের দলিল পেশ করে তিনি ফয়সালা দেন, যা বিচারক ও মুফতিদের জন্য সহজ পাথেয়।

৫. ফিকহি তারতিব বা বিন্যাস পদ্ধতি:

অন্যান্য কিতাবের তুলনায় 'আল-হিদায়া'র বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। তিনি মাসআলাগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, একটির সাথে আরেকটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি ইবাদত থেকে শুরু করে মুআমালাত ও অপরাধ বিজ্ঞান পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায়কে মানুষের প্রয়োজনের ক্রম অনুসারে সাজিয়েছেন। তাঁর এই 'হুসনুত তারতিব' (সুন্দর বিন্যাস) অন্য কিতাবে বিরল।

৬. সাহিত্যিক মান ও অলংকার:

ফিকহের কিতাব সাধারণত নিরস হয়। কিন্তু 'আল-হিদায়া' কিতাবের ভাষা অত্যন্ত সাহিত্যমণ্ডিত। লেখক এতে আরবি ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের (বালাগাত) সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এটি পড়লে মনে হয় কোনো সাহিত্য গ্রন্থ পড়া হচ্ছে। এজন্য বলা হয়,

(إِنَّ الْهِدَايَةَ قُرْآنُ الْفِقْهِ) - "নিশ্চয়ই হিদায়া হলো ফিকহের কুরআন (ভাষাগত সৌন্দর্যের দিক থেকে)।"

৭. বিরল মাসআলা বা নাওয়াদির-এর উল্লেখ:

অন্যান্য পাঠ্যবইয়ে সাধারণত মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত বা 'জহিরুর রিওয়ায়াহ' আলোচনা করা হয়। কিন্তু 'আল-হিদায়া' কিতাবে লেখক প্রয়োজনে 'নাওয়াদির' বা বিরল বর্ণনাগুলোও উল্লেখ করেছেন, যদি তা সময় ও পরিস্থিতির বিচারে অধিক উপযোগী মনে হয়। এটি ফকিহদের গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আল-হিদায়া' কেবল একটি ফিকহের কিতাব নয়, বরং এটি ইসলামি আইনশাস্ত্রের এক বিশ্বকোষ। এর বর্ণনাভঙ্গি, দলিলের গাঁথুনি, ভিন্ন মতের খণ্ডন এবং সাহিত্যিক মান—সব মিলিয়ে এটি অন্যান্য সকল হানাফী ফিকহের কিতাবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই শত শত বছর ধরে এটি মাদরাসা শিক্ষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাঠ্যবই হিসেবে নিজের স্থান ধরে রেখেছে।

5- كيف عرضت الأدلة الفقهية في كتاب "الهداية"؟ هل اعتمد على الأدلة المفصلة أم اختصرها؟

['আল-হিদায়া' কিতাবে ফিকহী দলিলগুলো কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে? লেখক বিস্তারিত দলিল উল্লেখ করেছেন নাকি হার সংক্ষেপ করেছেন]

প্রশ্ন-৫: 'আল-হিদায়া' কিতাবে ফিকহী দলিলগুলো কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে? লেখক বিস্তারিত দলিল উল্লেখ করেছেন নাকি সংক্ষেপ করেছেন?

ভূমিকা:
ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফিকহ কেবল কিছু বিধি-বিধানের সমষ্টি নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহর এক সুগভীর নির্যাস। হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর লেখক শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) তাঁর কিতাবে ফিকহী মাসআলা প্রমাণের ক্ষেত্রে এক অনন্য ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি নিছক মাসআলা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রতিটি মাসআলার স্বপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী দলিল পেশ করেছেন। তাঁর দলিল উপস্থাপনের এই শৈলী তাকে 'ইমামুল মুদাল্লিলিন' বা দলিল উপস্থাপনকারীদের ইমামে পরিণত করেছে।

'আল-হিদায়া' কিতাবে দলিল উপস্থাপনের পদ্ধতি (منهج عرض الأدلة):
আল্লামা মারগিনানী (র.) দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ পদ্ধতি বা 'মানহাজ' অনুসরণ করেছেন, তা নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়:

১. আকলি ও নকলি দলিলের অপূর্ব সমন্বয়:
'আল-হিদায়া' কিতাবের দলিল উপস্থাপনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক এতে 'নকলি' (কুরআন ও হাদিস) এবং 'আকলি' (যৌক্তিক বা কিয়াস) উভয় প্রকার দলিলের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি সাধারণত প্রথমে পবিত্র কুরআন বা হাদিস থেকে দলিল পেশ করেন, এরপর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি বা 'কিয়াস' দ্বারা বিষয়টিকে আরও মজবুত করেন।

এ সম্পর্কে বলা হয়:
(قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ)

অর্থাৎ, "তিনি যুক্তি এবং বর্ণিত দলিলের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।"

২. সনদের বিলুপ্তি ও মূল পাঠ গ্রহণ (حذف الإسناد):
দলিল হিসেবে হাদিস উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি 'ইখতিসার' বা সংক্ষেপণ নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি হাদিসের দীর্ঘ সনদ (বর্ণনাকারীদের চেইন) উল্লেখ করেননি। কারণ, ফিকহের কিতাবে সনদ উল্লেখ করলে কিতাব অনেক বিশাল হয়ে যেত। তিনি সরাসরি সাহাবীর নাম উল্লেখ করে বা কখনো কেবল (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) বলে হাদিসের মূল অংশটুকু (মতন) উল্লেখ করেছেন। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য মুখস্থ রাখা সহজ করে দিয়েছে।

৩. মহল্লুল ইস্তিশহাদ বা প্রাসঙ্গিক অংশ চয়ন:
অনেক সময় একটি হাদিস অনেক দীর্ঘ হয়, যার সবটুকু হয়তো সংশ্লিষ্ট মাসআলার সাথে সম্পর্কিত নয়। এক্ষেত্রে আল্লামা মারগিনানী (র.) পুরো হাদিস উল্লেখ না করে কেবল 'মহল্লুল ইস্তিশহাদ' বা যে অংশটুকু দলিলের জন্য প্রয়োজন, ঠিক সেই অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। এতে অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা হয়েছে।

৪. প্রতিপক্ষের দলিল খণ্ডন ও জবাব প্রদান:
দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি 'মুনাজারা' বা বিতর্ক পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। তিনি প্রথমে ভিন্ন মতের (যেমন শাফিয়ী মাযহাবের) দলিল উল্লেখ করেন। অতঃপর (وَلَنَا) (আর আমাদের দলিল হলো...) বলে হানাফী মাযহাবের দলিল পেশ করেন এবং প্রতিপক্ষের দলিলের যৌক্তিক জবাব দেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রতিপক্ষের দলিলটি হয়তো 'মানসুখ' (রহিত) বা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত, আর হানাফী দলিলটি অধিক শক্তিশালী।

৫. কিয়াস ও ইস্তিহসানের ব্যবহার:
যেখানে সরাসরি কুরআন বা হাদিসের সুস্পষ্ট নস (Text) পাওয়া যায় না, সেখানে তিনি 'কিয়াস' (Analogy) বা যুক্তির মাধ্যমে দলিল উপস্থাপন করেছেন। আবার কখনো কিয়াসের যুক্তিকে (وَالْقِيَاسُ يَأْبَاهُ) বলে পরিত্যাগ করে 'ইস্তিহসান'-এর মাধ্যমে সূক্ষ্মতর দলিল পেশ করেছেন।

লেখক কি বিস্তারিত দলিল উল্লেখ করেছেন নাকি সংক্ষেপ করেছেন?

প্রশ্নের এই অংশের উত্তর হলো—আল্লামা মারগিনানী (র.) দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে **'মধ্যম পন্থা'** অবলম্বন করেছেন, তবে তা এক বিশেষ কৌশলে।

ক. হাদিসের পাঠ বা ইবারতের ক্ষেত্রে সংক্ষেপণ:

হাদিসের শব্দ বা টেক্সট উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তিনি সংক্ষেপ করেছেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ হাদিস বা পূর্ণাঙ্গ সনদ উল্লেখ করেননি। বরং ইশারা-ইঙ্গিতে বা হাদিসের বিখ্যাত অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি অনেক সময় বলেন: (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ) - "নবীজির এই বাণীর কারণে..."।

খ. যুক্তি ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা:

পক্ষান্তরে, দলিলের ব্যাখ্যা, প্রয়োগবিধি এবং যুক্তির ক্ষেত্রে তিনি বিস্তারিত আলোচনা বা 'তাফসির' করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কেন এই দলিলটি এই মাসআলার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তিনি শব্দচয়নে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভাব ও যুক্তিতে বিস্তারিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

একে আরবিতে বলা যায়:

(اخْتَصَرَ فِي اللَّفْظِ وَأَطْنَبَ فِي الْمَعْنَى)

অর্থাৎ, "তিনি শব্দে সংক্ষেপ করেছেন কিন্তু অর্থে বা ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।"

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আল-হিদায়া' কিতাবে দলিল উপস্থাপনের পদ্ধতি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। আল্লামা মারগিনানী (র.) দলিলগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, তা পাঠকের মনে গেঁথে যায়। তিনি হাদিসের সনদ বাদ দিয়ে সংক্ষেপ করেছেন ঠিকই, কিন্তু যুক্তির ধার দিয়ে এবং দলিলের প্রয়োগবিধির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে কিতাবটিকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতির কারণেই হানাফী ফিকহ আজ দলিলভিত্তিক মাযহাব হিসেবে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

6- ما هو الأثر العلمي والتعليمي لكتاب "الهداية" في المدارس والجامعات الإسلامية؟

[মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল-হিদায়া' কিতাবের ইলমী ও শিক্ষাগত প্রভাব কী?]

প্রশ্ন-১: মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল-হিদায়া' কিতাবের ইলমী ও শিক্ষাগত প্রভাব কী?

ভূমিকা:
ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে ফিকহ শাস্ত্রের পাঠ্যক্রমে আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) রচিত 'আল-হিদায়া' গ্রন্থটি এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। প্রায় আটশ বছর ধরে এই কিতাবটি মুসলিম বিশ্বের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিকহ শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটি কেবল একটি বই নয়, বরং এটি একটি 'প্রতিষ্ঠান' বা 'ইনস্টিটিউশন', যা যুগে যুগে হাজার হাজার ফকিহ, মুফতি ও বিচারক তৈরি করেছে। মাদ্রাসা ও আধুনিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল-হিদায়া'র শিক্ষাগত প্রভাব (الأثر التعليمي):
শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে এই কিতাবের ভূমিকা অপরিসীম। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. পাঠ্যসূচির অপরিহার্য অংশ:

ভারত উপমহাদেশ, মধ্য এশিয়া, তুরস্ক এবং আরব বিশ্বের কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে 'আল-হিদায়া' একটি অপরিহার্য কিতাব। বিশেষ করে আমাদের ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত 'দারসে নিজামি' (Dars-e-Nizami) নেসাবে এটি ফিকহ শাস্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরের পাঠ্যবই। কামিল বা দাওরায়ে হাদিস শ্রেণিতে হাদিস পড়ার আগে ফিকহি যোগ্যতা অর্জনের জন্য এটি পড়ানো বাধ্যতামূলক।

বলা হয়ে থাকে:

(لَا يَكْمُلُ الْعَالِمُ حَتَّى يَقْرَأَ الْهِدَايَةَ)

অর্থাৎ, "কোনো আলেম পরিপূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না সে হিদায়া পাঠ করে।"

২. মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ:
'আল-হিদায়া' কিতাবটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বোঝার এবং গবেষণা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এতে লেখক যে 'ডায়ালেকটিক' বা বাহাস পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তা শিক্ষার্থীদের 'ধী-শক্তি' বা বুদ্ধিমত্তা শানিত করে। কীভাবে একটি মাসআলা থেকে আরেকটি মাসআলা বের করা যায় এবং কীভাবে দলিলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করা যায়, তা এই কিতাব শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এটি শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগতকে প্রসারিত করে।

৩. উচ্চতর গবেষণার ভিত্তি:
আধুনিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (যেমন- ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়) ফিকহ ও আইন বিভাগে (Department of Law/Fiqh) তুলনামূলক ফিকহ বা 'ফিকহুল মুকারিন' পড়ানো হয়। এই তুলনামূলক অধ্যয়নের প্রধান ভিত্তি হলো 'আল-হিদায়া'। কারণ, এতে হানাফী মাযহাবের সাথে শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবের চমৎকার তুলনা করা হয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গবেষণার খোরাক যোগায়।

মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল-হিদায়া'র ইলমী প্রভাব (الأثر العلمي):
ইলম চর্চা এবং পাণ্ডিত্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই কিতাবের প্রভাব নিম্নরূপ:

১. ফতোয়া ও বিচারকার্যের মানদণ্ড:
মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা যখন কর্মজীবনে মুফতি বা কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তখন তাঁদের প্রধান গাইডবুক হয় 'আল-হিদায়া'। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামী আদালতের বিচারকরা এই কিতাবের ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করেছেন। এমনকি মুঘল আমলে এবং উসমানীয় খেলাফতে এটিই ছিল রাষ্ট্রীয় আইনগ্রন্থ। ফলে এর ইলমী মর্যাদা বা গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

২. শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার জোয়ার:

'আল-হিদায়া' কিতাবের ইলমী প্রভাবের একটি বড় প্রমাণ হলো, এর ওপর যত সংখ্যক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা 'শরাহ' রচিত হয়েছে, তা ইসলামের ইতিহাসে বিরল। মাদ্রাসার শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ এই কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন। যেমন- আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.)-এর 'ফাতহুল কাদির', আল্লামা আইনি (র.)-এর 'আল-বিনায়া' ইত্যাদি। এই শরাহগুলো ফিকহ শাস্ত্রের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩. ফিকহি পরিভাষার ব্যবহার:
এই কিতাবের মাধ্যমে মাদ্রাসার ছাত্ররা ফিকহী পরিভাষা বা 'ইস্তিলাহাত'-এর সাথে পরিচিত হয়। যেমন- 'ইস্তিহসান', 'কিয়াস', 'জহিরুর রিওয়ায়াহ' ইত্যাদি পরিভাষাগুলোর সঠিক প্রয়োগ এই কিতাবের মাধ্যমেই শেখা হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ইসলামী আইন পড়ানোর সময় হিদায়ার পরিভাষাগুলোকেই স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরা হয়।

৪. হানাফী মাযহাবের সংরক্ষণ ও প্রচার:
'আল-হিদায়া' কিতাবটি হানাফী মাযহাবকে একটি বিজ্ঞানসম্মত কাঠামো দিয়েছে। এর মাধ্যমেই হানাফী ফিকহ বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী ও দলিলভিত্তিক মাযহাব হিসেবে টিকে আছে। মাদ্রাসাগুলো এই কিতাব পড়ানোর মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিশুদ্ধ হানাফী ফিকহ চর্চা অব্যাহত রেখেছে।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, 'আল-হিদায়া' কেবল একটি প্রাচীন গ্রন্থ নয়, বরং এটি ইসলামী শিক্ষার এক আলোকবর্তিকা। মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফকিহ হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে এর অবদান অনস্বীকার্য। এর শিক্ষাগত পদ্ধতি ছাত্রদের যুক্তিবাদী করে তোলে এবং এর ইলমী গভীরতা তাদেরকে শরীয়তের গূঢ় রহস্য বুঝতে সাহায্য করে। যতদিন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন 'আল-হিদায়া'র প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

7- قارن بين كتاب الهداية" وبين أي مصنف آخر من مصنفات الفقه الحنفي من حيث المنهج والشروع.

[কিতাব সাজানোর পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে "আল-হিদায়া" কিতাবের সাথে হানাফী ফিকহের অন্য যেকোনো একটি কিতাবের তুলনামূলক আলোচনা কর।]

প্রশ্ন-১: কিতাব সাজানোর পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে "আল-হিদায়া" কিতাবের সাথে হানাফী ফিকহের অন্য যেকোনো একটি কিতাবের তুলনামূলক আলোচনা কর।

ভূমিকা:

ফিকহে হানাফীর বিশাল ভাণ্ডারে অসংখ্য মূল্যবান কিতাব রচিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে দুটি কিতাব দুই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একটি হলো আল্লামা আবুল হাসান আল-কুদূরী (র.) রচিত 'মুখতাসারুল কুদূরী' এবং অন্যটি হলো শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) রচিত 'আল-হিদায়া'। ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে এই দুটি কিতাব পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। একটি হলো হানাফী ফিকহের ভিত্তি বা 'মতন', আর অন্যটি হলো সেই ভিত্তির ওপর নির্মিত বিশাল প্রাসাদ বা 'শরাহ'। নিচে এই দুটি কিতাবের পদ্ধতিগত ও গ্রহণযোগ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

১. কিতাব সাজানোর পদ্ধতি বা মিনহাজগত তুলনা (المقارنة في المنهج):

উভয় কিতাবের লেখক হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেও তাঁদের রচনা পদ্ধতি বা 'মিনহাজ'-এ স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান:

ক. মতন বনাম শরাহ ভিত্তিক রচনা:

- **মুখতাসারুল কুদূরী:** এটি একটি **'মতন'** বা মূল পাঠ সম্বলিত কিতাব। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'ইজাজ' বা সংক্ষিপ্ততা। লেখক এখানে কোনো দলিল বা যুক্তি উল্লেখ না করে সরাসরি ফতোয়া বা মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার সুবিধার জন্য রচিত।

- **আল-হিদায়াঃ** এটি মূলত একটি **'শরাহ'** বা ব্যাখ্যাগ্রন্থধর্মী রচনা। লেখক এখানে প্রথমে 'মতন' উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি কেবল মাসআলা বর্ণনা করেননি, বরং কেন এই মাসআলাটি সঠিক, তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

খ. দলিল ও যুক্তি উপস্থাপনের পদ্ধতিঃ

- **মুখতাসারুল কুদূরীঃ** এই কিতাবে কুরআন, হাদিস বা কিয়াসের কোনো দলিল উল্লেখ করা হয়নি। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল কেবল সঠিক রায়টি জানিয়ে দেওয়া।

- আল-হিদায়াঃ এই কিতাবের প্রধান মিনহাজ বা পদ্ধতি হলো 'ইস্তিদলাল' বা দলিল পেশ করা। লেখক প্রতিটি মাসআলার স্বপক্ষে 'আকলি' (যৌক্তিক) ও 'নকলি' (কুরআন-হাদিস) দলিল পেশ করেছেন। আরবির প্রবাদে হিদায়া সম্পর্কে বলা হয়ঃ

(جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ)

অর্থাৎ, "এটি বর্ণনা এবং যুক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছে।"

গ. তুলনামূলক ফিকহ বা ইখতিলাফ উল্লেখঃ

- **মুখতাসারুল কুদূরীঃ** এতে সাধারণত হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত ফতোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য মাযহাবের (যেমন শাফিয়ী বা মালিকী) মতভেদ এখানে খুব একটা আলোচনা করা হয়নি।

- **আল-হিদায়াঃ** এই কিতাবটি **'ফিকহুল মুকারিন'** বা তুলনামূলক ফিকহের একটি অনন্য দলিল। এখানে ইমাম শাফিয়ী (র.) ও অন্যান্য ইমামদের মতভেদ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

২. গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার তুলনা (المقارنة في القبول والشروع):

মুসলিম বিশ্বে এই দুটি কিতাবই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, তবে তা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকেঃ

ক. বরকত ও সহজবোধ্যতার ক্ষেত্রে:

- **মুখতাসারুল কুদূরী:** এই কিতাবটি তার **'বরকত'**-এর জন্য বিখ্যাত। বলা হয়ে থাকে, এমন কোনো হানাফী আলেম নেই যার আলমারিতে কুদূরী নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী থেকে মুক্তির জন্য বুজুর্গরা এই কিতাব খতম করতেন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় কিতাব।

- **আল-হিদায়া:** এটি পাণ্ডিত্য ও গভীরতার জন্য জনপ্রিয়। বরকতের চেয়ে এটি ইলমি গবেষণার জন্য বেশি সমাদৃত।

খ. ফিকহি মর্যাদার ক্ষেত্রে:

- **মুখতাসারুল কুদূরী:** একে বলা হয় **'মতনুল মুতুন'** বা সকল মতনের সেরা। এটি হানাফী মাযহাবের 'জহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং মাসআলা বর্ণনায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

- আল-হিদায়া: একে বলা হয় 'উমদাতুল ফিকহ' বা ফিকহের খুঁটি। মুফতি ও কাজীদের জন্য কুদূরীর চেয়ে হিদায়া বেশি অপরিহার্য। কারণ বিচারকার্যে দলিল ও যুক্তির প্রয়োজন হয়, যা হিদায়াতে পাওয়া যায়। হিদায়া সম্পর্কে বলা হয়:

(مَنْ لَمْ يَقْرَأِ الْهِدَايَةَ لَمْ يَذُقْ حَلَاوَةَ الْفِقْهِ)

অর্থাৎ, "যে হিদায়া পড়েনি, সে ফিকহের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেনি।"

গ. শিক্ষাদানের স্তরের পার্থক্য:

- **মুখতাসারুল কুদূরী:** এটি মাদ্রাসার মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (জামাতে রাবেয়া বা সমমান) পড়ানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছাত্রদের মাসআলা মুখস্থ করানো।

- **আল-হিদায়া:** এটি কামিল বা দাওরায়ে হাদিসের পূর্ববর্তী ক্লাসে পড়ানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছাত্রদের 'মুজতাহিদ' বা গবেষক হিসেবে গড়ে তোলা।

৩. পারস্পরিক সম্পর্ক:

মজার বিষয় হলো, 'আল-হিদায়া' কিতাবটি মূলত 'মুখতাসারুল কুদূরী'র ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আল্লামা মারগিনানী (র.) প্রথমে কুদূরী ও জামিউস সগীরের সমন্বয়ে 'বিদায়াতুল মুবতাদী' লিখেন এবং পরে তার ব্যাখ্যা হিসেবে 'আল-হিদায়া' রচনা করেন। অর্থাৎ, কুদূরী হলো ভিত্তি, আর হিদায়া হলো তার ওপর নির্মিত ইমারত।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'মুখতাসারুল কুদূরী' এবং 'আল-হিদায়া' উভয় কিতাবই হানাফী মাযহাবের অমূল্য সম্পদ। পদ্ধতির দিক থেকে কুদূরী সংক্ষিপ্ত ও ফতোয়াভিত্তিক, আর হিদায়া বিস্তারিত ও দলিলভিত্তিক। গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে কুদূরী প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য এবং হিদায়া উচ্চতর গবেষকদের জন্য অপরিহার্য। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ তাআলা উভয় মুসান্নিফকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন।